২০০৬

বাংলা

প্রথম পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা — পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

১। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যে সমস্ত পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার পর্যালোচনা করুন। ১৫

অথবা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার দু'জন কবির পরিচয়সহ কাব্য-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

২। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবপদাবলীর দু'জন প্রধান কবির বৈষ্ণবপদ আলোচনা করে তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিন। ১৫

অথবা

ভারতচন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলা যায় কি? তাঁর কাব্যে যুগের লক্ষণ কতখানি পরিস্ফুট হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৩। যে কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিনঃ ৪×৫=২০

(ক) 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(খ) বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি?

(গ) বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

(ঘ) দ্বিজবংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঙ) নাথ সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন।

(চ) সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের অভিনবত্ব বিচার করুন।

(ছ) 'খেতুরী মহোৎসব'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(জ) রামেশ্বর ভট্টাচার্য কোন্ ধারার কবি? তাঁর কাব্য আলোচনা করে কবি-কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

২০০৬

বাংলা

দ্বিতীয় পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ ব্যাখ্যা করুন। ১৫

অথবা

বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকার পর্যালোচনা করুন।

২। ১৮৫২—১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা নাট্যচর্চার বিবরণ দিন। ১৫

অথবা

উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩। সংক্ষেপে আলোচনা করুন (যে কোনো **চারটি**) ঃ ৪×৫=২০

(*i*) ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাংলায় পৌরাণিক নাটক রচনা গুরুত্ব পেল কেন?

(ii) বাংলা মহাকাব্য ধারার বিলুপ্তির কারণ কী ?

(iii) স্বর্ণলতা উপন্যাসটি কোন অর্থে স্বতন্ত্র ?

(iv) রবীন্দ্রনাথের যে কোনো একটি নাটকের আলোচনা করুন।

(v) বিহারীলালকে কে কেন ভোরের পাখি বলেছিলেন ?

(vi) বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' পত্রিকার গুরুত্ব কী ?

(vii) বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে ইতিহাসের কাহিনী কেন গুরুত্ব পেল ?

(viii) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনার কারণ কী ?

PG-I (DE)/2006 (N)

২০০৬

বাংলা

তৃতীয় পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষার বিকাশের বিবরণ দিন। এই স্তরগুলির প্রধান প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। ১৫

অথবা

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ কী? ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান প্রধান ধারাগুলির বাংলা ভাষা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করুন।

২। উত্তম ও মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের উদ্ভব কীভাবে হল দেখিয়ে দিন। ১৫

অথবা

বাংলা ভাষার কারকগুলি কী কী? এদের বিভক্তিগুলি কীভাবে উদ্ভূত হল? বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বিভক্তিগুলির প্রয়োগ দেখিয়ে দিন।

৩। সংক্ষেপে আলোচনা করুন (যে কোনো **চারটি**) ঃ ৪×৫=২০

(i) মিশ্রভাষা ও উপভাষার পার্থক্য;

(ii) কেন্তুম ও সতম বর্গ;

(iii) লোকনিরুক্তি;

(iv) সাদৃশ্য;

(v) অবহট্‌ঠ ভাষা;

(vi) বরেন্দ্রী উপভাষা;

(vii) যৌগিক কাল;

(viii) ঘোষধ্বনি।

২০০৬

বাংলা

চতুর্থ পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। চর্যাগীতির রচনাকাল সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতের আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত কোন মতটিকে যুক্তিপূর্ণ বলে আপনার মনে হয় বলুন। ১৫

অথবা

চর্যাগীতির কবিদের সাধনার লক্ষ্য কী? কী উপায়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব? কবিদের প্রাসঙ্গিক রচনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের জন্মখণ্ডের পরিসর কম, কিন্তু কাব্যের প্রস্তাবনা হিসেবে অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। —জন্মখণ্ডের উপযোগিতা আলোচনা করে এই মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করুন। ১৫

অথবা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রটির ক্রমবিকাশের রূপ লক্ষ করা যায়। —আলোচনা করুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

(ক) চর্যা কাকে বলে? চর্যার প্রাচীন উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়? সেখানে চর্যা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৫

অথবা

চর্যাগীতির পুঁথির নামকরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে নারদ চরিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ৫

অথবা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথি কে কোথা থেকে আবিষ্কার করেন? কখন এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়? কাব্যের খণ্ডগুলির নাম উল্লেখ করুন। ১+১+৩

(গ) ব্যাখ্যা করুন; ৫

ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কলা মুষা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমন ধাণ।

অথবা

জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেঁএ বখাণী॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥

(ঘ) যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী॥
এবে মোর মনের পোড়ণী। আল বড়ায়ি গো
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী॥ ৫

অথবা

অহো নিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এঁবে পাইঁঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন॥

২০০৬

বাংলা

পঞ্চম পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ অবলম্বনে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের পরিচয় দিন। ৫

অথবা

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥

—উক্তিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 'চৈতন্যাবতার-তত্ত্ব'টি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করুন।

২। বিদ্যাপতির পদে রূপের প্রাধান্য থাকলেও ভাবের গভীরতাও কম নেই। —আলোচনা করুন। ১৫

অথবা

'প্রার্থনা' ও 'আত্মনিবেদন' পর্যায় দুটির পার্থক্য নির্দেশ করে উভয় পর্যায়ের দু'জন কবির কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩। যে কোনো **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দিন: ২×৫=১০

(ক) 'আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥'

—প্রসঙ্গ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা করুন।

(খ) 'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়' আবার 'স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার'—এ দুটি কথায় কোনো স্ববিরোধ আছে কি? —আলোচনা করুন।

(গ) 'পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ॥'

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(ঘ) 'যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'—কার প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করেছিলেন? উক্তিটির তাৎপর্য বিচার করুন।

৪। যে কোনো **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দিন: ২×৫=১০

(ক) 'অভিসার' পর্যায়ের পদে অভিসারিকা নায়িকার বৈচিত্র্য আলোচনা করুন।

(খ) 'গৌরচন্দ্রিকা' পর্যায়ে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব বিচার করুন।

(গ) 'অনুরাগ' পর্যায়ে জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব বিচার করুন।

(ঘ) 'প্রেমবৈচিত্ত্য'-এর সংজ্ঞা দিন। উদাহরণযোগে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

———

২০০৬

বাংলা

ষষ্ঠ পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

১। করুণরসের চিত্রাঙ্কনে ক্ষেমানন্দের নৈপুণ্য চূড়ান্তমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মনসামঙ্গল অবলম্বনে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করুন। ১৫

অথবা

দৌলতকাজীর কাব্যে লোর-চন্দ্রাণীর প্রণয় মাধুর্য অপেক্ষা সতী-ময়না চরিত্রটি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। —আপনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কিনা লিখুন।

২। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটিকে বারবার 'নূতন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। এই কাব্যে কবি পুরাতন মঙ্গল কাব্যের গতানুগতিক ধারাটি কীভাবে বজায় রেখেছেন এবং কীভাবেই বা সেই ধারাটিকে অতিক্রম করে 'নূতন মঙ্গল'-রূপে গড়ে তুলেছেন তা আলোচনা করুন। ১৫

অথবা

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সামগ্রিক ছবি। সমাজ-সংসারের নানা অসংগতিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সংশিলষ্ট কাব্য অবলম্বনে এই মন্তব্য যুক্তিসংগত কিনা বিচার করুন।

৩। যে কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিন: ৪×৫=২০

(ক) "বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥"

—বক্তা কে? কার প্রতি তার এই উক্তি? এই উক্তির মধ্য দিয়ে কোন নির্মম সত্যটি পরিস্ফুট হয়েছে?

(খ) কোন কোন বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ দেখে আমরা জানতে পারি যে, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যটি কেবল চৈতন্য-পরবর্তী কালের রচনা নয়, মুকুন্দ-পরবর্তী কালেরও রচনা?

(গ) "এমন ব্যথার ব্যথী নাহিক আমার।
আমার বাপের বাটী দেয় সমাচার॥"

—বক্তা এহেন অসহায় কেন?

(ঘ) দৌলতকাজীর লোরচন্দ্রাণী কাব্যর কাহিনির অন্তরালে যে সুফীভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে তা বিবৃত করুন।

(ঙ) লোরচন্দ্রাণী কাব্যে পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব কতখানি?

(চ) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার সচেতনতার পরিচয় দিন।

(ছ) "চেতরে চেতরে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥"

—কার এই উক্তি? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তার কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে?

(জ) "তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোনখানে সমাদর নাই।"

—কার কীভাবে 'তেজোবধ' হয়েছে? এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে?

———

২০০৬

বাংলা

সপ্তম পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দুই ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নামকরণ যেখানে মেঘনাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, রাবণের দীর্ঘনিশ্বাস এবং হাহাকারই যেখানে এই কাব্যের অবলম্বন, সেখানে সীতা এবং সরমার অংশটি সংযোজনের কোন তাৎপর্য আছে কী ? —আলোচনা করুন। ১৫

অথবা

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রেম ও অধ্যাত্ম জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে মোহিতলাল বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন ইন্দ্রিয়াসক্তি ও নাস্তিকতা। —মন্তব্যটি কতখানি সার্থক লিখুন।

২। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার ভাব-বস্তু ব্যাখ্যা করুন। ১৫

অথবা

মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের কী কী রূপান্তরের ফলে বিশ শতকের তিনের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্ভব ঘটে ? এই সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি কয়েকজন আধুনিক কবির কবিতায় কতটা পরিস্ফুট দেখান।

৩। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিন: ৪×৫=২০

(ক) 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিভীষণ চরিত্রটি নির্মাণে মধুসূদনের বিশিষ্টতা কোথায়?

(খ) বিষ্ণু দে-র 'ঘোড় সওয়ার' কবিতায় 'চোরাবালি', 'সমুদ্র', 'জোয়ার', 'চড়া' ও 'ঘোড় সওয়ার'—এই চিত্রকল্পগুচ্ছ কার প্রতীক ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।" —উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন কবিতার অন্তর্গত? উদ্ধৃতিটির যথার্থ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ফেরারী ফৌজদের প্রতি কবির আশঙ্কা ও প্রত্যাশা কতটা রূপায়িত সংশ্লিষ্ট কবিতা অবলম্বনে লিখুন।

(ঙ) "ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম মতে কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি?"

—কার উদ্দেশে কার এই মন্তব্য? এখানে বক্তার কোন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে?

(চ) দেবতা-আশ্রিত নয়, দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষকেই মোহিতলাল তাঁর কবিতায় অংকন করেছেন। —ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) রবীন্দ্র-উত্তর পর্বে বাংলা কাব্য জগতে প্রেমচেতনায় যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছিল জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতাটি ব্যাখ্যা ক'রে তা দেখান।

(জ) চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী উভয়েই রাজমহিষী, উভয়েই পুত্রবিয়োগে কাতর, কিন্তু তাদের চারিত্রিক ব্যবধান দুস্তর। —ব্যাখ্যা করুন।

২০০৬

বাংলা

অষ্টম পাঠক্রম

(নূতন পাঠক্রম অনুসারে)

সময়—দু' ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। 'সাজাহান' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য কোন কোন দিক থেকে বিবেচ্য ? ১৫

অথবা

লখিন্দর ও বেহুলা চরিত্রের মধ্যে আধুনিক সময়ের দুই যুবক-যুবতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত আদর্শের অনুধ্যান কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'চাঁদ বণিকের পালা' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

২। 'নবান্ন' নাটকটিকে সময়ের ফসল বলা যায় কিনা—বুঝিয়ে বলুন। ১৫

অথবা

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের কাহিনি এসেছে মহাভারত থেকে কিন্তু তার ভাবসূত্র রয়েছে রবীন্দ্রনাথে। ব্যাখ্যা করুন।

P.T.O.

৩। যে কোনো **চারটি** প্রসঙ্গ আলোচনা করুন: ৪×৫=২০

(ক) 'সাজাহান' নাটকে জহরৎউন্নিসা চরিত্র।

(খ) 'নবান্ন' নাটকের শেষ দৃশ্যের যাথার্থ্য।

(গ) 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে লোলাপাঙ্গী চরিত্র।

(ঘ) 'চাঁদ বণিকের পালা'র বল্লভাচার্য চরিত্র।

(ঙ) 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ।

(চ) 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেব চরিত্র।

(ছ) 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে 'অনাবৃষ্টি' প্রসঙ্গের তাৎপর্য।

(জ) 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের নামকরণে 'পালা' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য।